45

দৈনিক খবর

তারিখ 28 OCT 1988
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৮

সাক্ষরতার হার ৩৬ ভাগ বৃদ্ধি করার পরিকল্পনা

।। সাহেদ হোসেন চৌধুরী ।।

সরকার আগামী ২০০০ সাল নাগাদ দেশে সাক্ষরতার হার বর্তমানের চেয়ে আরো ৩৬ ভাগ বৃদ্ধি করার ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। এই লক্ষ্যে গণশিক্ষা কর্মসূচীকে জোরদার করা ও তার কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ইতিমধ্যেই একটি সাংগঠনিক কাঠামো গড়ে তোলা হয়েছে।

৭-এর পাতায় দেখুন

সাক্ষরতার হার

প্রথম পৃষ্ঠার পর

নির্ভরযোগ্য একটি সূত্র জানায়, গণশিক্ষা কার্যক্রমের মাধ্যমেই সরকার কর্তৃক গৃহিত সাক্ষরতার হার বৃদ্ধির লক্ষমাত্রা বাস্তবায়ন করা হবে। এই কার্যক্রমের আওতায় ২০০০ সাল নাগাদ পর্যায়ক্রমে ১১ বছর হতে ৪৫ বছর পর্যন্ত বয়স্কদের সাক্ষরতা জ্ঞান প্রদান করা হবে। তাছাড়া এদের মধ্যে অনেককে প্রাথমিক অক্ষরজ্ঞান দেয়া হবে। নির্ধারিত এই সময়ের মধ্যেই দেশব্যাপী সাক্ষরতার বর্তমান হার ২৩ দশমিক ৮ ভাগ হতে বাড়িয়ে শতকরা ৬০ ভাগে উন্নীত করা হবে।

এদিকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে সরকার কর্তৃক গৃহিত গণশিক্ষা কার্যক্রম কর্মসূচী সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্য একটি সাংগঠনিক কাঠামো সৃষ্টি করা হয়েছে। ১৯৮৭-৮৮ শিক্ষা বছরে এই সাংগঠনিক অবকাঠামোর প্রাথমিক কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

সূত্র জানায়, উপজেলা পর্যায়ে সাক্ষরতার হার বৃদ্ধির এই কর্মসূচী বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রত্যেকটি উপজেলায় একটি বাস্তবায়ন কমিটি ও মনিটরিং ইউনিট গঠন করা হয়েছে। উপজেলা চেয়ারম্যান তার পদাধিকার হিসেবে মনিটরিং ইউনিটের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করবেন। এই মনিটরিং ইউনিট তার নিজস্ব উপজেলায় গণশিক্ষা কর্মসূচী বাস্তবায়নের কার্যক্রম জোরদার করবে।

এদিকে দেশের ২৭টি উপজেলার প্রতিটিতেই ৬০টি করে গণশিক্ষা কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। প্রত্যেকটি গণশিক্ষা কেন্দ্রেই একজন করে শিক্ষক নিরক্ষর লোকদের অক্ষরজ্ঞান দিচ্ছেন। গণশিক্ষা কেন্দ্রগুলোর মধ্যে প্রত্যেকটি উপজেলায় ১০টি করে কেন্দ্র কেবল মাত্র মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত রাখা হয়েছে। প্রতি কেন্দ্রে ৪০ জন শিক্ষার্থী অক্ষরজ্ঞান নিচ্ছেন। এদেরকে ১ বছর পর্যন্ত পাঠদান করা হবে। সরকার শিক্ষার্থীদের বিনা মূল্যে বই, খাতা, চক, পেন্সিল, হ্যারিকেন ব্লাক বোর্ডসহ বিভিন্ন শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ করবে।

নিরক্ষরতা দূরীকরণের লক্ষ্যে প্রণীত গণশিক্ষা কার্যক্রমের কর্মসূচীকে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সরকারী সংগঠনের পাশাপাশি বেসরকারী ও আন্তর্জাতিক সাহায্য সংস্থাগুলোকে অংশ নেয়ার জন্য আহবান জানানো হয়েছে। অবশ্য ৪৮টি বেসরকারী সংস্থা দেশের ৪৮টি উপজেলায় তাদের উদ্যোগে গণশিক্ষা কার্যক্রমের কর্মসূচী চালু রেখেছে।